মহাকালের তর্জনী

বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবকে
নিবেদিত
কবিতা

সম্পাদনা
কামাল চৌধুরী

বাংলার কবি, গীতিকার, সাহিত্যিকদের মনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবসময়ই জাগরূক থেকেছেন। কিন্তু পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এমন সব সময়ও এই জনপদে এসেছে যখন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করাও ছিল অপরাধ। সেই প্রতিকূল সময়েও কবিরা নীরব থাকেননি, কেননা বিদ্রোহ কবির মজ্জাগত, তখনও তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। কেউ সরাসরি বলেছেন, কেউ আশ্রয় নিয়েছেন প্রতীক ও রূপকের। *মহাকালের তর্জনী: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত কবিতা* সংকলনটি অনন্য হয়ে উঠেছে নানা সময়ে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে রচিত কবিতাগুলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ দুই মলাটের মাঝে ধারণ করবার মধ্য দিয়ে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিতা শুধু নয়, দুই বাংলার কবিদের কবিতার সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে। দুই বাংলার জনপ্রিয় কবিদের বহুল পঠিত কবিতার পাশাপাশি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রচিত নতুন কবিতাও স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। আবৃত্তি উপযোগী কবিতা যেমন আছে এইখানে, তেমনি আছে হৃদয়-গভীরে নীরবে উপলব্ধি করবার মতো ধ্যানমগ্ন কবিতাও। শতাধিক কবিতাসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্বকে খুঁজে পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় বাঙালি জাতির ইতিহাসের নানান সময়ের স্পন্দনকে। কবি কামাল চৌধুরী এই কবিতার সংকলনটি সম্পাদনার সময়ে কবিতা হয়ে ওঠাকেই যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যবহুল ভূমিকায় প্রয়াস চালিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ্য করে বাংলা কবিতার যাত্রাপথটিকে চিহ্নিত করতে।

ISBN 978 984 506 343 2
9 789845 063432

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
৭৪/বি/১, গ্রিন রোড
আরএইচ হোম সেন্টার (তৃতীয় তলা), সুইট #২২৪-২৩৯
তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮০২) ৪৪৮১৫২৮৮, ৪৪৮১৫২৮৯
মোবাইল: (+৮৮০) ১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব © কামাল চৌধুরী

বইয়ের সকল স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বইয়ের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশকের অনুমোদন ব্যতীত পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা আইনত নিষিদ্ধ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সব্যসাচী হাজরা

বইয়ের xxix এবং ২৪৯ নং পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত চিত্রকর্ম দুটি শিল্পী মাসুক হেলালের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

ISBN 978 984 506 343 2

প্রকাশক: মাহ্‌রুখ মহিউদ্দীন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৭৪/বি/১, গ্রিন রোড, আরএইচ হোম সেন্টার (তৃতীয় তলা), সুইট#২২৪-২৩৯ তেজগাঁও, ঢাকা। কম্পিউটার ডিজাইন: অমল দাস। মুদ্রণ: খড়িমাটি অ্যাড.কম, ৩১ কলাবাগান (৩য় তলা), ১ম লেন, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ।

Mohakaler Torjoni: Bangabandhu Sheikh Mujibke Nibedito Kobita, published in 2022 by The University Press Limited, 74/B/1, Green Road, RH Home Centre, Tejgaon, Dhaka 1215, Bangladesh.

আনিসুল হক (৪ঠা মার্চ ১৯৬৫–)	: ৩২ নম্বর মেঘের ওপারে	১৯২
তারিক সুজাত (১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫–)	: মাতৃভূমি, কী যেন তোমার নাম ছিল?	১৯৫
অনিকেত শামীম (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬–)	: একজন গডোর প্রতীক্ষায়	১৯৭
সেবন্তী ঘোষ (১৯শে মার্চ ১৯৬৭–)	: বঙ্গবন্ধু	১৯৮
হাসানআল আব্দুল্লাহ (১৪ই এপ্রিল ১৯৬৭–)	: বাংলাদেশ	১৯৯
মতিন রায়হান (২২শে জুলাই ১৯৬৭–)	: জন্মঋণ থেকে উত্থিত	২০০
হাসান মাহমুদ (২৯শে জুলাই ১৯৬৭–)	: পিতা	২০১
সরকার আমিন (২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭–)	: হাইফেনের ফাঁকে	২০২
মাহবুব কবির (২রা জুন ১৯৬৮–)	: হ্যালো...	২০৩
বিভাস রায়চৌধুরী (১লা আগস্ট ১৯৬৮–)	: উদ্বাস্তু শিবিরের ছেলে	২০৪
মিহির মুসাকী (১লা জানুয়ারি ১৯৬৯–)	: ৭ই মার্চের ভাষণের মানে	২০৫
শাহ্‌নাজ মুন্নী (৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯–)	: বঙ্গবন্ধু	২০৬
মুজিব ইরম (২১শে অক্টোবর ১৯৬৯–)	: মুজিব	২০৭
বনানী চক্রবর্তী (২৪শে নভেম্বর ১৯৭০–)	: বঙ্গবন্ধু	২০৮
আলফ্রেড খোকন (২৭শে জানুয়ারি ১৯৭১–)	: মনে রেখ	২০৯
কামরুজ্জামান কামু (৩১শে জানুয়ারি ১৯৭১–)	: আগস্টের কান্না	২১০
শামীম রেজা (৮ই মার্চ ১৯৭১–)	: বঙ্গবন্ধু নাকি মানচিত্র বাংলার	২১১
জফির সেতু (২১শে ডিসেম্বর ১৯৭১–)	: ওরা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, পিতা	২১৩
মন্দাক্রান্তা সেন (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২–)	: মাতৃভাষার যোদ্ধা	২১৫
টোকন ঠাকুর (১লা ডিসেম্বর ১৯৭২–)	: মহাকাব্যের ট্র্যাজেডি	২১৬
ওবায়েদ আকাশ (১৩ই জুন ১৯৭৩–)	: জন্মেছি বঙ্গবন্ধুর কালে	২১৭
মোস্তাক আহমাদ দীন (১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৪–)	: তোমার কণ্ঠস্বর	২১৮
কবি পরিচিতি		২১৯

বঙ্গবন্ধু

ব না নী চক্রবর্তী

এখন সকাল...তরমুজ ফলের দেশে বহুকাল রাত্রি অমানিশা বহু লতাগুল্মদের ধ্বংস করে করে রাত ডেকে এনেছিল...ওরা যে তখন অম্লকণা দিয়ে কোনো খাদ্য রাঁধবার আয়োজন করতে পারেনি...আকাশে দারুণ মেঘ, ধানগাছ নুয়ে নুয়ে আবার নতুন কোনো চারাগাছের অঙ্গীকার কি করে কিভাবে দেবে...তরমুজ ফলের দেশে, কচি কচি ফলগুলো মাঠেতে শুকিয়ে গেছে...কোথায় ফোটনকণা, কোথায় আলোর ওই ঝর্ণা পাহাড়...সবকিছু হাওরেতে ডুবে গেছে, ফিরতে পারেনি...

একটি বৃহৎ বৃক্ষ, বঙ্গের বন্ধু সে জন, একটি রসাল বৃক্ষ, কী ভীষণ পেশির তাকত, কী ভীষণ মাতৃদুগ্ধ পান করা সবল শরীর...মেঘের আকাশ ফুঁড়ে সূর্য ছুঁয়েছে...শাখা প্রশাখায় অবিরত কুঠারের হানাহানি, আঠাল রসের মাঝে রক্ত আর কান্নার মিশেল...তবুও উঠতে হবে, আকাশ দীর্ণ করে তবুও চলতে হবে দূর বহুদূর...ডান হাত বাম হাত একে একে দুই চোখ, ওই ও সুঠাম পেশি দারুণ চৈত্রের ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় যদি, যাক...হৃদয়ে আগুন নিয়ে ও পাহাড় চূড়া ছুঁয়ে এসে মানবশৃঙ্খলে ওই তাপ, ওই ওম দিয়ে যেতে হবে...তাই চলা...অবিরাম আলোর সন্ধান...

আজও আবার আকাশে ঘনাল মেঘ, আলো কালো মেশামিশি স্মৃতিগুলো পুঁথি করে সযতনে ঘরে রাখা আছে...এবার আবার বুঝি ইতিহাস চর্চার সময় এসেছে...